খামারজাত সার

খামারজাত সার কি?

বাড়ির বা খামারের গোবরসহ অন্যান্য জৈব আবর্জনা যেমন-ফসলের পরিত্যক্ত অংশ, গোয়াল ঘরের আবর্জনা, বাড়ি-ঘরের জৈব আবর্জনা, রান্নাঘরের উচ্ছিষ্টাংশ, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা ইত্যাদি একটি নির্দিষ্ট স্থানে চালার নিচে গর্তে জমিয়ে যে মানসম্মত জৈব সার প্রস্তুত হয় তাকেই খামারজাত সার বলে।

খামারজাত সার প্রস্তুতের উপকরণ:

- গোবর, বাড়ি-ঘরের আবর্জনা, গো-চনা, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, রান্নাঘরের উচ্ছিষ্টাংশ, ফসলের অবশিষ্টাংশ, গাছের ঝরা পাতা, ছোট ডাল-পালা অর্থাৎ একটি বাড়ি বা খামারের সকল প্রকার জৈব আবর্জনা খামারজাত সারের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

খামারজাত সারের গুরুত্ব:

- মাটিতে জৈব পদার্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করে উৎপাদনশীলতা বাড়ায়;
- মাটির সকল প্রকার ভৌত গুণাবলী যেমন-পানি ধারণ ক্ষমতা, বায়ু চলাচল ক্ষমতা, মাটির রং, মাটির বুনট ইত্যাদি উন্নত করে;
- মাটির অনুজীবের কার্যকারিতা বাড়ায়;
- মাটির পুষ্টিগুণ বাড়িয়ে মাটিকে উর্বর করে;
- রাসায়নিক সারের সাশ্রয় করে;
- রাসায়নকি সারের কার্যকারিত বৃদ্ধি করে; এবং
- বসত বাড়ির আবর্জনা পরিষ্কার করে স্বাচ্ছন্দ পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

খামারজাত সারের প্রস্তুত প্রণালী:

<u>গর্ত তৈরি ও চালা তৈরি:</u>

- খামারজাত সার তৈরির জন্য বসত বাড়ির যেখানে গোশালা আছে তার পাশে উঁচু জায়গায় একটি স্থান নির্বাচন করতে হবে;
- নির্বাচিত স্থানে ৩.৩০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১.৫০ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট জায়গায় ১ মিটার গভীর করে এমন ভাবে ২টি গর্ত করতে হবে যাতে করে প্রতিটি গর্তের আয়তন ১.৫০ মিটার X ১.৫০ X ১.০০ মিটার হয় এবং দুই গর্তের মাঝখানে ৩০ সেমি.চওড়া একটি মাটির দেয়াল থাকে (গর্তের দেয়াল কিছুটা slope করে কাটতে হবে যাতে গর্তের পাশ থেকে মাটি ভেঙ্গে গর্তটি ভরাট হয়ে না যায়);
- গর্তের চারদিকে ৩০ সেমি. উঁচু করে মাটির আইল দিতে হবে যাতে করে বৃষ্টির পানি গর্তের ভিতর প্রবেশ করতে না পারে; এবং

- এরপর বাঁশের খুঁটি ও চালা তৈরির উপকরণ বা টিন দিয়ে গর্তের উপর এমন ভাবে চালা তৈরি করতে হবে যাতে রোদ বা বৃষ্টির পানি গর্তে প্রবেশ করতে না পারে।

সার তৈরি:

- গোবর, বাড়ি-ঘরের আবর্জনা, গো-চনা, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা, রান্না ঘরের উচ্ছিষ্টাংশ, ফসলের অবশিষ্টাংশ, গাছের ঝরা পাতা, ছোট ডাল-পালা ইত্যাদি যখন যা কিছু বাড়িতে পাওয়া যায় তা দিয়ে আস্তে আস্তে একটি গর্ত ভরতে হবে;
- গর্ত ভরে গেলে উপরের তাজা আবর্জনা উল্টে নিচে দিয়ে কাদা মাটির প্রলেপ দিয়ে তা ঢেকে দিতে হবে;
- পচনের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য কাদা মাটি দেয় ঢেকে দেয়ার আগে এক মুঠি ইউরিয়া সার আবর্জনার মধ্যে ছিটিয়ে দিতে হবে, গর্তে গোশালার মূত্র প্রবেশের ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়;
- এরপর দ্বিতীয় গর্তটিতে আবর্জনা ফেলে ভরতে হবে এবং পূর্বের ন্যায় মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে;
- এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে প্রথম গর্তের আবর্জনা পচে সারে পরিণত হবে (উপাদান ভেদে সময় কিছুটা কম/বেশি হতে পারে);
- এভাবে ৩-৪ মাসের মধ্যে দু'টি গর্তে এক চক্র সার তৈর হবে;
- প্রথম গর্তে সার তৈরি সম্পন্ন হলে তা সরিয়ে নিয়ে জমিতে ব্যবহার বা সুবিধাজনক স্থানে পলিথি দিয়ে ঢেকে প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের জন্য রেখে দিতে হবে;
- খালি গর্তে পুনরায় আবর্জনা ফেলা শুরু করতে হবে; এবং
- এভাবে ক্রমাগত দু'গর্তে সারা বছর খামারজাত সার প্রস্তুত হতে থাকবে।
-

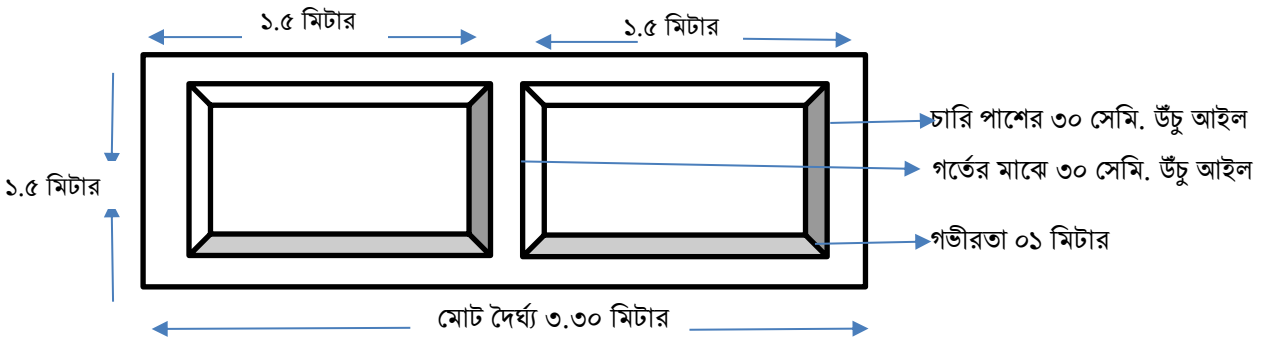

চিত্র: খামারজাত সার তৈরির গর্ত

(সংগৃহিত)